ব্যঙ্গ হাসি রঙ্গ

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট

কলকাতা-৭০০ ০৭৩

যে পাতায় যা আছে

কলকাতা চারশ হা-হা ◆ ৭
নেতা বনাম অভিনেতা ◆ ৪২
আমলা বদল ◆ ৪৮
মস্তান কাহিনী ◆ ৬৬
লাই ডিটেক্টর ◆ ৭৯
পণরক্ষা ◆ ৮৯
ছাগল ◆ ৯৬
চার হনুমান ◆ ১০৩
ফ্ল্যাট ◆ ১০৮
গুরু ◆ ১১৫
বৈজ্ঞানিক রিগিং ◆ ১২১
নারী-স্বাধীনতা ◆ ১২৮
পুরুষ মুক্তি সংঘ ◆ ১৪১
কারিগর ◆ ১৫০
কেবলমাত্র ডাকাতদের জন্য ◆ ১৬০

কলকাতা চারশ হা-হা!

কলকাতার মেয়র দীপচাঁদ একটি ভাষণ নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর টেবিলের ওপর রয়েছে ডিক্টো ওয়ার্ড প্রসেসর। হাতে লেখা বা টাইপ করার দরকার নেই। মাইক্রোফোনটি মুখের সামনে ধরে বলে গেলেই স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক যন্ত্র আপনা আপনি কাজ শুরু করে দেবে। ওয়ার্ড প্রসেসরে কথাগুলি টাইপ হয়ে যাবে। তারপর পুল আউটটা টেনে নিলেই হল। বক্তৃতা তৈরি।

কিন্তু বক্তৃতাটি শুরু করতে গেলে অন্তত কিছু নিশ্চিন্ত সময় চাই। কিন্তু আজ সকাল থেকে দীপচাঁদ সেই সময়টুকুই পাচ্ছেন না। যখনই ডিক্টেশন দিতে যাবেন তখনই একটা না একটা ফোন আসছে। না হয় ভি আই পি ভিজিটর আসছে। অথচ কলকাতার চারশ বছর পূর্তি; রাত পোহালে আগামী কাল বিরাট উৎসব হচ্ছে। কলকাতার বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে এক বিরাট জনসভায় দীপচাঁদকে কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে একটি সংবর্ধনা দেওয়া হবে। একটি বিখ্যাত অডিয়েন্স সাপ্লাই কোম্পানিকে ঠিকা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা এক লাখ লোক সাপ্লাই দেবেন কথা দিয়েছেন। আজকাল কলকাতায় অডিয়েন্স সাপ্লাই কোম্পানিগুলি ফুলে ফেঁপে উঠেছে। কারণ মাগনা আর কেউ কোনও মিটিং ফিটিঙে যেতে চায় না। যাও দু-চারজন আসে একটু পরেই উঠি উঠি করে। কিন্তু কোম্পানি হওয়ার ফলে তারাই বিভিন্ন জায়গা থেকে নানা ধরনের লোক এনে দেয়। এরা দিন মজুরি আর খাওয়া পায়। অনেক কোম্পানি প্যানেলভুক্ত দর্শক ও শ্রোতা রেখে দিয়েছে। খবর দিলেই এসে হাজির হয়। আসার সময় পরিবেশ অনুসারে উইনিফর্ম পরে আসে। এর জন্য তাদের আলাদা অ্যালাউনস ধরা আছে। যেমন কলকাতার চারশ বছরের জনসভায় পঞ্চাশ হাজার গরিব মানুষ ও গ্রামের মানুষ আনার অর্ডার দেওয়া হয়েছে। পুরুষেরা আসবেন খালি গায়ে। মেয়েরা রবীন্দ্র জয়ন্তী হলে আবার কাঁধে সাইড ব্যাগ নেওয়ার শ্রোতার দরকার হয়। সে সব শ্রোতাও মজুত আছে। দীপচাঁদ তাঁর ডিক্টেশন শুরু করার আগে তাঁর সম্পর্কে একটু পরিচয় দিয়ে নিই।

দীপচাঁদ কলকাতার একজন ধনী ব্যবসায়ী। ধনী ছাড়া কলকাতার মেয়র হওয়া এখন মুশকিল। কারণ ভোটের আগেই সব রাজনৈতিক দলগুলি পুরপিতাদের পদগুলির জন্য নিলাম করে। নিলামে যে যত দর দিতে পারবে তার ভিত্তিতে নমিনেশন দেওয়া হয়। এর মধ্যে মেয়র পদের জন্য ডাক হয় সবচেয়ে বেশি।

দীপচাঁদ তাঁর পদটি পঞ্চাশ লাখ দিয়ে ডেকে নিয়েছেন। তাঁর দল গত ইলেকশনে নিলাম থেকে একশ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। এই টাকা সব দলই খরচ করে রিগিং-এর জন্য। যে দল যত বেশি রিগিং করতে পারে তারাই জেতে। দক্ষতার সঙ্গে রিগিং করে দেওয়ার

জন্য নানা কনসালট্যান্ট আছে। আপনারা যদি কলকাতার টেলিফোন ডাইরেকটরির ২০৯০ সালের সংস্করণটির ইয়েলো পেজ দেখেন তাহলে ৩২৬ পাতায় দেখবেন রিগিং স্পেশালিস্টদের নাম ও টেলিফোন নম্বর দেওয়া আছে। যেমন ধরুন এস কে শ্রীবাস্তব। রিগিং স্পেশ্যালিস্ট। নির্বাচনে সব ধরনের রিগিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন। ঠিকানা—

সত্য গুপ্ত, ইলেকশন স্ট্র্যাটেজিস্ট। সুলভে নির্বাচনে জয় লাভের জন্য যোগাযোগ করুন। আমরা জাল ভোটারও সরবরাহ করি ও বুথ দখলের ব্যবস্থা করি।

এ. কে. রাঘবন অ্যান্ড কোং। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে নির্বিঘ্নে জয়লাভের জন্য আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করুন। আমরা ভোটার তালিকা তৈরি করে সদস্যের শপথ গ্রহণ পর্যন্ত সমস্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিচালনা করি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ওসব কথা থাক। দীপচাঁদের কথা বলি। দীপচাঁদের পুরো নাম দীপঙ্কর চন্দ্র। বঙ্গ সন্তান। কিন্তু ২০৯০ সালে, বঙ্গ সন্তানও তাঁদের পুরনো নাম ও পদবী ব্যবহার করেন না। আধুনিক নাম ও পদবী ব্যবহারের প্রচলন সর্বত্র। এজন্য দীপঙ্কর থেকে হয়েছে দীপ ও চন্দ্র থেকে চাঁদ।

এছাড়া খাঁটি বাঙালি বলে পরিচয় দেওয়াটা এখন প্রাদেশিকতার লক্ষণ বলে পরিচিত। তাই প্রগতিশীল বাঙালিরা যথাসম্ভব নিজেদের পিতৃপরিচয় গোপন করার চেষ্টা করেন। তাছাড়া খাঁটি বাঙালি বলে স্ট্যাম্পড হয়ে গেলে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বা চাকরিতে কল্কে পাওয়া যায় না। একশ বছর আগে সর্বভারতীয় বলতে যা বোঝাতো এখন তো বোঝায় না। এখন ভারত পূর্বদিকে এসে বঙ্গ দেশেই শেষ হয়ে গেছে। পশ্চিমে হরিয়ানা পর্যন্ত। পঞ্জাব, কাশ্মীর, অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, এখন সবাই স্বাধীন তবে ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খুব ভালো। যদিও পাসপোর্ট ভিসা ছাড়া ওই সব রাজ্যে যাওয়া যায় না।

দক্ষিণে তামিলনাড়ু অনেক দিন আগেই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। তামিল গেরিলারা এসে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির উপর নিয়মিত হামলা চালায়। ভারত বহু বিভক্ত হলেও রাজ্যের সংখ্যা বেড়ে এখন হয়েছে ৫০। পশ্চিমবঙ্গ ভেঙে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ গোর্খাল্যান্ড আর ঝাড়খন্ড ইস্ট।

সর্বত্র হিন্দি প্রভাব বলে বাঙালিরা এখন চট করে নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দেয় না। তারা সবাই মাতৃভাষার মত হিন্দি বলে। সব সিনেমা হলেই হিন্দি ছবি দেখান হয়। বছরে তিন চারটে বাংলা ছবি হয় কিন্তু সে ছবিগুলি এত উচ্চস্তরের যে সাধারণ বাঙালিরা কিছু বুঝবে না বলে সেগুলি শুধু আমন্ত্রিতদের সরকারি প্রেক্ষাগৃহে দেখান হয়। আর পাঠান হয় বিদেশে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। বাংলা উপন্যাস, ছোটগল্প বা কবিতা কেউ পড়ে না। বাংলা নাটকও দর্শক দেখে না। তবে তা সত্ত্বেও বাংলায় গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লেখালেখি হয়। যাঁরা ইংরিজি বা হিন্দি লিখতে পারেন না তাঁরা বাংলায় লেখেন। সরকার থেকে অনুদান দেওয়া হয়। তবে সরকার তো সবাইকে অনুদান দিতে পারেন না। কারণ তাঁদের ফান্ড সীমাবদ্ধ। তাই ক্ষমতাসীন সরকারের সমর্থক লেখকরাই এইসব অনুদান পান। অবশ্য বাংলা

বই কেউ পড়ে না। শোনা যায়, মেয়েরা আগে বাংলা নভেল পড়ত। এখন মেয়েরা সবাই কাজে ব্যস্ত। ২৪ ঘন্টা টিভি চলে। আশীটা চ্যানেল। কাজেই বই পড়ার সময় মেয়েদেরও নেই। এতে সরকারেরই কাজ অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। তাঁরা প্রতি বছর যে সব বই-এর জন্য পুরস্কার দেন, সেগুলি নিয়ে কেউ চ্যালেঞ্জ করে না। কারণ কেউই সে সব বই পড়েনি।

দীপঙ্কর থেকে দীপ হয়েছে দীপচাঁদ। পদবীর বিবর্তন হিসেবে চন্দ্র থেকে চাঁদ অবশ্য অনেকদিনই চালু হয়েছে। যেমন গুপ্তকে এখন লেখা হয় গুপ্তা। চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়রা এখন শর্মা না হয় শুধু উপাধ্যায় লেখেন।

এখন বাঙালি সর্বভারতীয় পোশাক পাঞ্জাবি আর চোগা চাপকানা পরে। মেয়েরা শাড়ি পরে শুধু বিয়ের দিনটিতে। প্রতি মেয়ে নিয়মিত চুল ছাঁটে। একটি সিগারেট কোম্পানি সমীক্ষা করে দেখেছেন মেয়েরাই এখন বেশি সিগারেট খায়। ছেলেরা সবাই খায় পানবাহার। সিগারেট সেকেলে হয়ে গেছে। এখন লোকে আর কেউ লেখে না। সবাই মুখে বলে। ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লেখা ষাট-সত্তর বছর হল উঠে গেছে। প্রেমিকরাও এখন চিঠি লিখতে হলে কোনও কোম্পানিতে গিয়ে ডিক্টেট ওয়ার্ড প্রসেসর ভাড়া করে প্রেমপত্র ডিক্টেশন দেয়। অনেক সময় ওয়ার্ড প্রসেসরের মেমারিতে পুরনো অনেকের প্রেমপত্র জমা থাকে। নম্বর ঘুরিয়ে তাদের যে কোনও একটা চিঠিকে কলব্যাক করে পড়ে আবার সেটিকে একটু রদবদল করে সেটিই তার প্রেমিকাকে পাঠিয়ে দেয়।

যাক, দীপচাঁদের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। তাঁর কথাই বলি। দীপচাঁদ থাকেন কলকাতার সবচেয়ে পশ এলাকা কাক আইল্যান্ডে। কাক আইল্যান্ডের অনেককাল আগে নাম ছিল কাকদ্বীপ। এখন কলকাতার সেটাই সবচেয়ে পশ এলাকা। এখানে উঠেছে অসংখ্য বহুতল বাড়ি। কাক আইল্যান্ডে জমির কাঠা এখন এক কোটি টাকা। তবে মধ্যবিত্তদের পক্ষে এক কোটি টাকা কাঠায় জমি কেনা খুব মুশকিল। সেজন্য সরকার মধ্যবিত্তদের জন্য সুন্দরবন নগর প্রকল্প শুরু করেছেন। বনের জঙ্গল কেটে প্রায় একশ একর জমিতে গড়ে উঠেছে সুন্দরবন আবাসন প্রকল্প। এখানে জমি বেশ সস্তা! মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা কাঠা। এই দামে দুনিয়ার কোথাও জমি পাওয়া সম্ভব নয়। সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেই দিয়েছেন, যারা আমাদের দলের সাপোর্টার নয় তাদের জমি দেওয়া হবে না।

দীপচাঁদের এই ফ্ল্যাটটি অবশ্য, কো-অপরেটিভ ফ্ল্যাট। কাক আইল্যান্ডের কয়েকটি কো-অপারেটিভ ফ্ল্যাটের নিজস্ব হেলিকপ্টর সার্ভিস আছে। তার মধ্যে দীপচাঁদের এই ফ্ল্যাট বাড়িটি অন্যতম। কাক আইল্যান্ডের অধিবাসীদের পুরনো কলকাতার সঙ্গে নানা কারণে যোগাযোগ রাখতে হয়। অনেকে পুরনো কলকাতায় কাজ করেন। কিন্তু মোটরে ৭০ মাইল পথ যেতে বারো ঘন্টার মতো লেগে যায়। তবে হোভারক্র্যাফটে গেলে আগে পৌঁছান যায়। সাগর আইল্যান্ড থেকে ওল্ড ক্যালকাটা হোভারক্র্যাফট চালু হয়েছে। এ ছাড়া ট্রেন ও বাস সার্ভিস ও আছে। গরিব মানুষেরা ট্রেনেই এখন যাতায়াত করেন।

তবে ওল্ড ক্যালকাটায় এখন আর কোনও বড়ো অফিস নেই। বড়ো বড়ো অফিস সব এখন সাগর আইল্যান্ডে। পুরনো দিনে এখানে মেলা বসত। কিন্তু পরে দেখা যায় কলকাতার এত কাছে তে ভালো জায়গা বছরে একবার শুধু মেলা বসিয়ে নষ্ট করা উচিত নয়। তাই ওই জায়গায় এখন শুধু অফিস পাড়া করা হয়েছে। নাম হয়েছে সাগর এনক্লেভ। সাগর এনক্লেভে আগে নাকি ভালো তরমুজ হত। খেতে খুব সুস্বাদু ছিল। এখন আর পূর্বভারতে কোথাও তরমুজ হয় না। তরমুজ আসে মিডল ইস্ট থেকে। ইমপোর্টেড এক একটি তরমুজের দাম একশ টাকা। কিন্তু তাও পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে একশ বছর আগে আম হত। এখন তাইল্যান্ড থেকে আম আসে। কিলো দুশো টাকা। কিন্তু অনেক বৃদ্ধ গল্প করেন এই আম এক সময় কলকাতায় মাত্র চল্লিশ টাকা কিলো দরেও পাওয়া যেত।

টেলিফোন আবার বেজে উঠল ডিং ডিং করে। টেলিফোন এখন আর ক্রিং ক্রিং করে বাজে না। ডিং ডিং করে বাজে। টেলিফোন কানে দিয়ে কথা বলার দরকারও নেই। সুইচ টিপে দিলে ভেতরের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটি কাজ করে। সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও স্ক্রিনে যে কথা বলছে তার ছবি ফুটে ওঠে।

সুইচ টিপে দিতেই ভিডিও স্ক্রিনে ফুটে উঠল দীপচাঁদের ছেলে সুগ্রীবের ছবি। সুগ্রীব নিউজারসি থাকে।

হ্যালো ড্যাডি। তোমাকে আজ এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? সুগ্রীব বলল।

আর বলিস না। সকাল থেকে একটা স্পিচ লিখব বলে বসেছি। কিন্তু এক মুহূর্ত সময় পাচ্ছি না। আগামীকাল ক্যালকাটার ৪০০ তম পূর্তি উৎসব শুরু হচ্ছে। আমায় আবার নাগরিক সংবর্ধনা দেবে।

সেকি, কাল তোমার রাতে আমাদের সঙ্গে খাওয়ার কথা। কাল তোমার নাতনি বাবলির জন্মদিন।

বাবলির জন্মদিনের কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম কালকে আমি কোথাও যেতে পারব না।

এত করে তোমায় বললাম। জার্মানি থেকে সন্তোষমামারা আসছে। ইংলন্ড থেকে এলিজা পিসিরা আসবে। অস্ট্রেলিয়া থেকে আমার দুই বন্ধু আসবে। তুমি ঘন্টাখানেক থেকে আবার চলে যেতে।

নারে, কাল একদম যেতে পারব না। নিউজার্সি যাওয়া মানে যাওয়া আসা বারো-চোদ্দো ঘন্টা সময় নষ্ট। ধর পুরো একটা দিন। আগামী সোমবার তো একটা সেমিনারে নিউইয়র্ক যাচ্ছি। তখন দেখা করে আসব।

মাকে নিয়ে আসছ তো?

হ্যাঁ। তোর মাও থাকবে। কিছু আনতে হলে বল।

না। তেমন কিছু আনার দরকার নেই। শুধু এক ডজন পানবাহার নিয়ে এসো। আমেরিকান পানবাহার একদম মুখে দেওয়া যায় না।

সেকি, তোদের ওখানে শুনছি পানবাহার তৈরি হচ্ছে?

তাতো হচ্ছে। চার-পাঁচটা মালটিন্যাশনাল পানবাহার তৈরি করে। কিন্তু ওই যে বললাম, আমাদের দেশের মতো হয় না।

ঠিক আছে নিয়ে আসব।

টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন দীপ চাঁদ। তাঁর ছেলে সুগ্রীব আমেরিকায় ব্যবসা করে। আমেরিকার ব্যবসা ও রাজনীতি এখন মুখ্যত ভারতীয় আমেরিকানদের হাতে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলির তারাই মালিক। দীপচাঁদের ছেলে সুগ্রীবও একজন 'মাল্টিন্যাশনাল' তবে খুব একটা বিরাট কিছু ব্যবসা করে না সুগ্রীব। সুগ্রীব ইন্টারন্যাশনাল ফুড প্রোডাকটস এখন দুনিয়া জুড়ে বড়ি ও আমসত্ত্ব সরবরাহ করে। তাদের বড়ির কারখানা আছে ফিলাডেলফিয়ায় আর আমসত্ত্বর কারখানা তাইল্যান্ড ও লাওসে।

আমেরিকার আর্থিক অবস্থা আর ভালো নেই। একশ বছর আগে এই দেশ যেমন দুনিয়ায় এক নম্বর ছিল এখন আর তা নেই। বিশেষ করে গত ত্রিশ বছর ধরে আমেরিকায় যে ভাবে শ্বেতাঙ্গ বিদ্বেষ চলছে তাতে আমেরিকার ধনী শ্বেতাঙ্গদের অনেকেই আবার পিতৃভূমি ইউরোপে চলে গিয়েছে। এখন মেজরিটি জনসংখ্যা হল বাদামি ও কৃষ্ণাঙ্গ। তারাই এখন সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। সাদা চামড়ার লোকেরা বড়ো একটা চাকরি বাকরি করছে না। আমেরিকার নব নির্বাচিত ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট হ্যারি চকোটি অবশ্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে বর্ণ বিদ্বেষ মিটিয়ে আমেরিকায় আবার আব্রাহাম লিঙ্কনের আদর্শ ফিরিয়ে আনতে। হ্যারি চকোটি সম্পর্কে শোনা যায় একশ বছর আগে তাঁদের পরিবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে গিয়ে আমেরিকায় সেটল করে। সে সময় তাঁদের পদবী ছিল চক্রবর্তী। তাঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। চক্রবর্তী আমেরিকায় চকোটি হয়েছে। কিন্তু হ্যারি চকোটি যদিও বাংলা জানেন না এবং কোনও দিন ভারতে আসেননি তবু বাংলার প্রতি তাঁর প্রাণের টান আছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েই তিনি জানতে পারেন কলকাতার চারশ বছর পূর্তি হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কলকাতার মেয়রকে আমেরিকায় আমন্ত্রণ জানান। হোয়াইট হাউসে মেয়রকে ডেকে হ্যারি চকোটি বলেন, মিঃ চাঁড, আপনাকে ডেকেছি কেন জানেন?

দীপচাঁদ জবাব দেন, আজ্ঞে না স্যার। আমিতো আপনার চিঠি পেয়ে খুব অবাক হয়ে গিয়েছি। ভাবতেও পারিনি যে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আমায় ইনভাইট করবেন। এদিকে আপনি ইনভাইট করেছেন বলে আমার বিরোধী কাউন্সিলররা সব হিংসায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। তারা রটাচ্ছে আমি নাকি সি আই-এর লোক তা নাহলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আমায় ইনভাইট করবেন কেন।

প্রেসিডেন্ট বললেন, ওসব কথা ছেড়ে দিন। এই দেখুন আমি প্রেসিডেন্ট হয়েছি বলে আমেরিকার এক্স বাঙালিরাও কি আমার পিছনে লাগতে ছেড়েছে। আপনি সাগার ভ্যাটার নাম শুনেছেন?

রিপাবলিকান দলের লিডার তো?

হ্যাঁ, ও রিপাবলিকান দল থেকে প্রেসিডেন্ট দাঁড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রাইমারিতে হেরে